১০। "মাং তৎসপত্নীং করোতু ভবান্"—'ভবান্' কে? তৎসপত্নীম্' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর। 'ভবান্' বলতে এখানে মাতঙ্গকে বোঝান হয়েছে। 'তৎসপত্নীম্' বলতে পাতাল রাজ্যের রাজলক্ষ্মীর সপত্নী করতে অর্থাৎ পাতাল রাজকন্যা কালিন্দীকে বিয়ে করতে মাতঙ্গকে বলা হয়েছে।

১১। বামদেব কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর। লাবণ্যপূর্ণ, তারুণ্যসমৃদ্ধ, মিত্রগণ কর্তৃক স্তুত, সর্বক্লেশসহিষ্ণু রাজকুমার রাজবাহনের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা অবিলম্বে করবার জন্য বামদেব রাজ্যচ্যুত বনবাসী মগধরাজ রাজহংসকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

১২। 'দ্বিজোপকৃতিঃ' কি?

উত্তর। কথাটির অর্থ—ব্রাহ্মণের উপকার। মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণকে পাতাল রাজ্যের রাজা হতে মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহনের সাহায্যের যে কাহিনী দণ্ডীরচিত দশকুমারচরিতে আছে তাই 'দ্বিজোপকৃতিঃ'।

১০ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীর অবদান অথবা দণ্ডীর রচনাশৈলী আলোচনা কর।

উত্তর। 'ভূমিকা' অংশ দেখ।

২। মাতঙ্গ কে? তাঁর দিব্যদেহপ্রাপ্তি ও কালিন্দী লাভের কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, মাতঙ্গ কিভাবে পাতালরাজ্যের রাজা হন?
অথবা, রাজবাহন কিভাবে মাতঙ্গকে পাতালরাজ্যের রাজা হতে সাহায্য করেন?

উত্তর। বেদবিদ্যাদির অনুশীলন এবং নিজ বংশের আচরণ ও সত্যশুচিতাদি ধর্ম বর্জন করে পাপান্বেষী কিছু নামেমাত্র ব্রাহ্মণ কিরাত জাতির নেতা হয়ে তাদের অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করত। মাতঙ্গ ছিল তাদের মধ্যে একজনের নিন্দিতচরিত্র পুত্র।

মাতঙ্গের অনুচরেরা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে দেখে তিনি তাদের বারণ করলেন। কিন্তু তারা সে কথা মানল না, বরং মাতঙ্গকেই কটু তিরস্কার করল। শেষ পর্যন্ত মাতঙ্গ প্রাণ তুচ্ছ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করে ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হলেন। কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁকে লেখাপড়া ও শিবের উপাসনাবিধি শিখিয়ে সদাচরণের উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। তারপর মাতঙ্গ কিরাতসংসর্গ ও আত্মীয়দের সঙ্গ ছেড়ে এক নির্জন বনে গিয়ে শিবের উপাসনায় নিরত হলেন। একদিন শিব তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটি গর্তে রাখা তাম্রশাসনে লিখিত নির্দেশ পালন করে পাতালরাজ্যের অধীশ্বর হতে বললেন। তিনি আরো জানালেন যে, এক রাজকুমার তাঁকে সাহায্য করতে আসবেন।

বন্ধুদের সাথে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রাজ্যহারা মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন সেইদিনই সেখানে এলে মাতঙ্গ তাঁকে স্বপ্নাদেশের কথা জানিয়ে তাঁর সাহায্য চাইলে রাজবাহন রাজি হন। তারপর নিদ্রিত বন্ধুদের না জানিয়ে রাজবাহন মাঝরাতে মাতঙ্গের সঙ্গে সেই গর্তের নিকটে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রাজবাহন সঙ্গে থাকায় মাতঙ্গ নির্ভয়ে সেই গর্তে প্রবেশ করে তাম্রশাসনটি

Scanned by CamScanner

নিয়ে তাতে লিখিত নির্দেশ অনুসারে সেই সুড়ঙ্গপথেই পাতালে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক নগরের উপকণ্ঠে এক ক্রীড়াকাননে সরোবরের তীরে মহাদেবের নির্দেশপত্র-নির্দিষ্ট বিধান মেনে নানাপ্রকার আহুতি দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। অবশেষে রাজবাহনের বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই তিনি প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে পুণ্যগৃহ নিজ দেহটিকে আহুতি দিয়ে বিদ্যুৎ-তুল্য এক দিব্যদেহ লাভ করলেন।

তখন নানা অলঙ্কারে ভূষিতা সহচরীগণে পরিবৃতা সকল ভুবনের অলঙ্কারতুল্যা অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী কলহংসগমনে এসে মাতঙ্গকে একটি উজ্জ্বল মণি উপহার দিলেন। মাতঙ্গ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, তিনি পাতালের মহাপরাক্রমশালী অসুররাজের কন্যা। তাঁর পিতার কাছে দেবতারা পরাজিত হলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর পিতাকে হত্যা করেন। তখন কালিন্দী শোকে নিমগ্ন হলে এক সিদ্ধতাপস তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, এক দিব্যদেহধারী মানব তাঁর পতি হয়ে পাতালরাজ্য শাসন করবেন। তাই দীর্ঘ উন্মুখ অপেক্ষার পর এখন মাতঙ্গের আগমন সংবাদ জেনে অমাত্যের অনুমতি নিয়ে সপ্রেম অন্তরে তিনি মাতঙ্গের কাছে এসেছেন। মাতঙ্গ যেন পাতালরাজ্যের রাজলক্ষ্মীকে অর্থাৎ রাজপদ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন। মাতঙ্গ তখন রাজবাহনের অনুমতি নিয়ে কালিন্দীকে বিবাহ করে দিব্যস্ত্রীলাভে পরমানন্দে পাতালরাজ্যের রাজা হলেন। এইভাবে রাজবাহনের সাহায্যে পাতালের অধীশ্বর হয়ে মাতঙ্গ কৃতজ্ঞতাবশতঃ কালিন্দীদত্ত ক্ষুৎপিপাসাদি ক্লেশনাশক মণিটি রাজবাহনকে উপহার দিলেন। রাজবাহন তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে সেই সুড়ঙ্গপথেই আবার পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

৩। "সচিব! নৈষোঽমুষ্য মৃত্যুসময়ঃ"—কে কাকে বলেছেন? 'অমুষ্য' পদের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন তার মৃত্যুসময় হয় নি? পাঠ্যাংশ অনুসারে পাপীদের শাস্তি বর্ণনা কর।

উত্তর। উদ্ধৃত কথাটি প্রেতপুরীর অধীশ্বর যমরাজ তাঁর সচিব চিত্রগুপ্তকে বলেছেন।

"অমুষ্য" পদের দ্বারা এখানে মাতঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। বেদবিদ্যাদির অনুশীলন এবং নিজ বংশের আচরণ ও সত্যশুচিতাদি ধর্ম বর্জন করে পাপান্বেষী কিছু নামেমাত্র ব্রাহ্মণ কিরাত জাতির নেতা হয়ে তাদের অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করত। মাতঙ্গ ছিল তাদের মধ্যে একজনের নিন্দিতচরিত্র পুত্র।

সম্ভবতঃ বিধাতা-নির্দিষ্ট পরমায়ু শেষ না হওয়ায় মাতঙ্গের মৃত্যুসময় হয় নি। অথবা, অত্যন্ত নিষ্ঠুর দস্যু হয়েও সে এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করায় এখন থেকে তার পুণ্যকর্মে মতি হবে বলে তার মৃত্যুসময় হয় নি।

যমরাজের নির্দেশে চিত্রগুপ্ত মাতঙ্গকে প্রেতপুরীতে পাপিষ্ঠদের কি ভয়ানক যন্ত্রণাময় শাস্তি দেওয়া হয় তা দেখালেন। প্রায় অকল্পনীয় সেই নরকযন্ত্রণা। প্রেতপুরীতে বহু পাপিষ্ঠকে অত্যন্ত উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভে বেঁধে রাখা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে তারা আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। কিছু পাপিষ্ঠকে আবার বিশাল কড়াইতে ফুটন্ত তেলে (মাছভাজার মত) ছেড়ে দিয়ে ভাজা হচ্ছে। তাদের সুতীব্র অসহ্য যন্ত্রণা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন পাপিষ্ঠকে মোটা লাঠি (মুগুর) দিয়ে পিটিয়ে তাদের দেহ জর্জরীকৃত করা হচ্ছে। আবার টংক নামক একপ্রকার ধারালো অস্ত্র দিয়ে কিছু পাপিষ্ঠের চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। এইসব যন্ত্রণার কথা মনে এলেও শিউরে উঠতে হয়।

Scanned by CamScanner

৪। 'দ্বিজোপকৃতিঃ' পাঠ্যাংশের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর। 'দ্বিজোপকৃতিঃ' কথাটিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—(১) 'দ্বিজেন উপকৃতিঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক উপকার এবং (২) 'দ্বিজস্য উপকৃতিঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপকার। দুই অর্থেই নামকরণটি সার্থক।

প্রথমত, ব্রাহ্মণ রাজগুরু বামদেব রাজ্যচ্যুত বনবাসী মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন এবং রাজার মন্ত্রী ইত্যাদির আরো নয় পুত্রকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেছেন। তারপর রাজাকে বন্ধুগণসহ রাজবাহনকে দিগ্বিজয়ে পাঠাবার পরামর্শ দিয়ে রাজহংস ও কুমারদের ভবিষ্যৎ উন্নতিলাভে সাহায্য করে উপকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ মাতঙ্গ প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁর দস্যু অনুচরগণের হাত থেকে এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করে বিরাট উপকার করেছেন।

তৃতীয়ত, প্রাণরক্ষায় কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ আহত মাতঙ্গের সেবা করে এবং ক্রমে তাঁকে অক্ষর পরিচয়পূর্বক বেদাদি শাস্ত্রশিক্ষা দিয়ে, জগদ্‌গুরু শিবের উপাসনা পদ্ধতি শিখিয়ে, তাঁকে সদাচরণের উপদেশ দিয়ে, তাঁকে সৎপথে এনে ভবিষ্যতে পাতালরাজ্যের রাজা হবার পথ করে দিয়ে তাঁর বিরাট প্রত্যুপকার করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দ্বারা উপকার এবং ব্রাহ্মণের উপকার—দুটি অর্থই প্রযোজ্য।

চতুর্থত, রাজবাহন মাতঙ্গের অনুরোধে বিপদ তুচ্ছ করে তাঁকে সাহায্য করতে মধ্যরাত্রে বন্ধুদের না জানিয়ে সুড়ঙ্গপথে পাতালে গিয়ে তাঁকে পাতালরাজ্যের রাজা হতে সাহায্য করে তাঁর উপকার করেছেন। সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণের উপকার হয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল যে, নামকরণটি খুবই সার্থক হয়েছে।

৫। মাতঙ্গ ও রাজবাহনের চরিত্র আলোচনা কর।

উত্তর। মাতঙ্গের চরিত্র প্রথমে অতি নিন্দনীয় ছিল। সে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের ধর্ম-শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধর্মানুষ্ঠান, চরিত্রের শুচিতা, সদাচার ইত্যাদি জলাঞ্জলি দিয়ে এক কিরাত-দস্যুদলের দলপতি হয়ে কিরাতদের অন্নভোজন করে বনে বাস করত। সে এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, গ্রামে ধনীদের বাড়িতে হানা দিয়ে স্ত্রী ও শিশুসহ তাদের ধরে বনে এনে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করত। কিন্তু তার স্বজাতিপ্রীতি ছিল যথেষ্ট। তাই তার অনুচরেরা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে তাদের বারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁকে রক্ষা করে। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধও ছিল। তাই সে তার অনুচরদের কর্কশ তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে তাদের সাথে একাই যুদ্ধ করে। যমরাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামে তার দেবভক্তি ও বিনয়ের পরিচয় মেলে। ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা ও প্রেতপুরীতে পাপিষ্ঠদের নিদারুণ যন্ত্রণার দৃশ্য দেখবার পর তার চরিত্র মহৎ হয়ে ওঠে। সে প্রাণরক্ষায় কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে লেখাপড়া শিখে শাস্ত্রাধ্যয়ন করে এবং শিবের উপাসনাবিধি জেনে তাঁর উপদেশ মেনে কিরাত সংসর্গ ও আত্মীয়দের সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জন বনে বাস করে শিবের উপাসনায় নিরত হয়। প্রসন্ন মহাদেবের স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে নির্ভয়ে পালন করে সে রাজকুমার রাজবাহনের সাহায্য নিয়ে পাতালে গিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে দিব্যদেহ লাভ করে। তারপর সে পাতালের অসুর-রাজকন্যা কালিন্দীকে বিয়ে

Scanned by CamScanner

করে পাতালরাজ্যের রাজা হয়। তার কৃতজ্ঞতাবোধও যথেষ্ট। তাই সে কালিন্দীদত্ত ক্ষুৎপিপাসাদি ক্লেশনাশক অমূল্য মণিটি উপকারী রাজবাহনকে উপহার দেয় এবং ভদ্রতাবোধে কিছুদূর তাঁর অনুগমন করে তাঁকে বিদায় জানায়।

রাজবাহন তাঁর সহচর অন্য কুমারদের সহোদর ভ্রাতার মত ভালবাসতেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বন্ধু সোমদত্তকে দেখে তিনি আবেগে তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। তিনি ছিলেন লোকৈকবীর বা বীরশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত সাহসী। অপরিচিত মাতঙ্গকে সাহায্য করতে তিনি নির্ভয়ে দণ্ডকারণ্যে তার সাথে সুড়ঙ্গপথে পাতালে নেমে যান। তিনি পরোপকারী ছিলেন বলে এরূপ ঝুঁকি নিয়েও মাতঙ্গের অনুরোধে তাকে সাহায্য করেন। পাতাল থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে বন্ধুদের দেখতে না পেয়ে তিনি নিঃসহায় অবস্থাতেও বাড়ি ফিরে না গিয়ে বন্ধুদের খোঁজে নানা দেশে ঘুরতে থাকেন। রাজসুলভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজবাহন সত্যই এক মহান চরিত্র।

৬। কিভাবে মাতঙ্গের মৃত্যু হল এবং কিভাবে সে পুনর্জীবন লাভ করল?

উত্তর। এক নৃশংস কিরাত দস্যুদলের অতি নিষ্ঠুর দলপতি এবং নামেমাত্র ব্রাহ্মণ হয়েও মাতঙ্গ তার অনুচরেরা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে দেখে করুণাপরবশ হয়ে তাদের নিষেধ করল। কিন্তু তাতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে চোখ লাল করে মাতঙ্গকে এমন কটু কর্কশ তিরস্কার করল যে, তা সহ্য করতে না পেরে সে তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ একাই যুদ্ধ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের অস্ত্রাঘাতে মাতঙ্গের মৃত্যু হল।

মৃত্যুর পর প্রেতপুরীতে গিয়ে মাতঙ্গ যমরাজকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে তিনি সচিব চিত্রগুপ্তকে ডেকে বললেন যে, মাতঙ্গের মৃত্যুসময় হয়নি। পাপিষ্ঠ হলেও মাতঙ্গ ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করায় সব পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং এবার তার পুণ্য কর্মে মতি হবে। তাই পাপিষ্ঠদের অসীম অসহ্য নরকযন্ত্রণা দেখিয়ে তাকে তার পূর্বশরীর ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ তিনি চিত্রগুপ্তকে দিলেন। চিত্রগুপ্ত নির্দেশ পালন করলেন। ফলে পৃথিবীতে মাতঙ্গ তার পূর্বদেহ ফিরে পেয়ে দেখল সেই ব্রাহ্মণ তার পরিচর্যা করছেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তার বংশবন্ধুরা তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার ক্ষত সারিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল। এইভাবে মাতঙ্গ পুনর্জীবন লাভ করল।

Scanned by CamScanner